দৈনিক ইনকিলাব 153

তারিখ 8 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

উপজেলা পরিক্রমা

পুটিয়া

॥ রেজাউল করিম রাজু ॥

বাংলার বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া রামচন্দরঠাকুরের দেশ পুটিয়া। পুটিয়া এই নাম নিয়ে অনেক কিংবদন্তী রয়েছে। কথিত আছে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে নসরত উল্লাহ খান ও অর সহচর তাজউদ্দিন এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে আগমণ করেছিলেন। সেই সময় পুটিয়ার নাম ছিল লস্করপুর। আবার কেহ বলেন মোমেনাবাদ।

নামকরণ যাই থাকুক না কেন এ এলাকার নাম এখন পুটিয়া। রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের পাশে পবা, চারঘাট, দুর্গাপুর বাগাতীপাড়া, বাগমারা উপজেলা পরিবেষ্টিত ৭৫ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট উপজেলা পুটিয়া। এই উপলেজলায় ইউনিয়ন রয়েছে ৬টি, মৌজা ১২৮টি, গ্রাম ১৮৫টি।

লোকসংখ্যা ১,২৬,৯৯৪ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৬৫০৭১ জন ও মহিলা ৬১৯২৩ জন। পারিবারের সংখ্যা ২০২৫১ জন। ভুমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৪০৫১ জন।

যোগাযোগ

এ উপজেলায় পাকা রাস্তা আছে মাত্র ৩০ মাইল। কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ৪০৯ মাইল, রেললাইন ৫ মাইল, নদীপথ ১৭ মাইল। এই উপজেলার সাথে বেলপুকুরিয়া, ভালুকগাছি, জিওপাড়া ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজো অনুন্নত রয়ে গেছে। সাধনপুর পঙ্গু শিশুনিকেতন এই উপজেলার অর্ন্তভূক্ত হলেও উপজেলা হতে নিকেতন পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন হয়নি।

কৃষি

আখ সমৃদ্ধ এলাকা পুটিয়া উপজেলা। এখানে প্রচুর পরিমাণে আখ জন্মে। জমির পরিমাণ ৪৮০০০ একর। আবাদী জমির পরিমাণ ৩৮৫৩৫ একর। অনাবাদী ৯৪৬৫ একর। গভীর নলকূপের সংখ্যা ৪৩ টি, অগভীর নলকূপ ২৫৫টি, শক্তিচালিত পাম্পের সংখ্যা ৩০টি। হস্তচালিত পাম্প ১১১৯টি। উপজেলার প্রধান কৃষিপণ্য আখ। শুধু মাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে তা ন্যায্যমুল্যে পায় না। শিলমাড়িয়া ইউনিয়ন আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হলেও আজ অবধি এখানে ইক্ষুক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়নি। এখানে ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র খোলার দাবি জনগণের দীর্ঘদিনের। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সার, বীজ সময়মত পেলে এ-এলাকার কৃষকরা আরো উন্নতি করতে পারবে।

শিক্ষা

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি, ক্লাশ রুমের সংকটের কারণে এ উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জমিদারদের আবাসস্থল থাকার কারণে ১৮৭১ সালে এখানে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য। পুটিয়া পি, এন, উচ্চ বিদ্যালয় তৎকালীন জমিদার রাজা নরেশ নারায়ণ রায় প্রতিষ্ঠা করলেও দীর্ঘ ১শ' ১৫ বছর অতিক্রান্ত হবার পর আজো এটা সরকারীকরণ করা হয়নি। কালের স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপজেলাতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯টি, উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি, বালিকা বিদ্যালয় ২ টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি, মাদ্রাসা ৩টি ও কলেজ ২টি।

স্বাস্থ্য

উপজেলায় মাত্র একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। পুটিয়া উপজেলা ছাড়াও আশেপাশের বিভিনন উপজেলা হতে প্রচুর পরিমাণে রোগীর ভীড় হয় নিত্য দিন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকট, পর্যাপ্ত ওষুধ নেই, শুধু লাল পানি আর টেবলেট নিয়েই রোগীদের শান্ত থাকতে হয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এ্যম্বুলেন্সটি দীর্ঘ দিন ধরে অকেজো হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া সরকারী ডাক্তারখানা রয়েছে ৬টি ও দাতব্য চিকিৎসালয় ১টি। এগুলোর অবস্থা একই রকম।

অন্যান্য

উপজেলায় হাট বাজারের সংখ্যা ১৫টি, তহশিল অফিস ৪টি, সমবায় সমিতি ১৪৩টি, মসজিদ রয়েছে ৩৩৮টি, মন্দির ৩০টি, গীর্জা ১টি, খাদ্য গুদাম ৬টি। বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা রয়েছে বেশ কয়েকটি। পুটিয়া উপজেলার সবচে দশনীয় স্থান হচ্ছে পুটিয়া রাজবাড়ি। প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ পর্যটক এখানে আসে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে এখানকার পুরানো স্মৃতিগুলো আজ হারিয়ে যাচ্ছে। বিপুল পরিমাণ সম্পদ জাল দলিলের মাধ্যমে আত্মসাত করা হচ্ছে। রাজবাড়ির জানালা দরজা এমন কি ইট পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাচ্ছে প্রত্যহ।